সাইমন ক্যাটিচ

আগ্রাসী অস্ট্রেলিয়ার ব্যতিক্রমী ব্যাটসম্যান

২০০১ সালের অ্যাশেজ সিরিজ। হেডিংলির ম্যাচটিতে অভিষেক ঘটে সাইমন ক্যাটিচের। এরপর ৪ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। খেলে ফেলেন ১৪টি টেস্ট। কিন্তু মিডল অর্ডারে নিজের অবস্থানটি শক্ত করতে পারেননি। তিনি যেভাবে চান, সেভাবে তো নয়-ই। এবারের অ্যাশেজ শুরুর আগের দিন অ্যান্ড্রু মিলারকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন অনেক কথা। ইন্টারনেট থেকে নিয়ে সেই সাক্ষাৎকারটি অনুবাদ করেছেন **মহিউদ্দিন নিলয়**

শতরান পূর্ণ করে ব্যাট তুলে অভিনন্দনের জবাব দিচ্ছেন ক্যাটিচ

অ্যান্ড্রু মিলার : ***গত বছরের অক্টোবরে ভারতে মনে হয়েছিলো, আপনার সুসময় চলে এসেছে। কিন্তু ৯ মাস চলে গেছে, আপনি নিজের কোনো অবস্থান তৈরি করতে পারেননি।***

সাইমন ক্যাটিচ: না, আমি এটা করতে পারিনি। গত ১২ মাস বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরেই এটা ঘটছে। নিউজিল্যান্ডে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম। সেটা ছিল চমৎকার। সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল সেখানে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ নতুন চ্যালেঞ্জ। আমি ইংল্যান্ডে মাত্র ১টি টেস্ট খেলেছি। ইংল্যান্ড বেশ আক্রমণাত্মক টেস্ট খেলে। এখানে বলের সুইং এবং বাউন্স বেশি। তাই একজন ব্যাটসম্যান হিসেবে এটা খুবই কঠিন টেস্ট।

মিলার : ***সব সময়ই ফোকাসটা থাকে টপ অর্ডারের ব্যাটসম্যানদের ওপর। আপনি কি সেই ফোকাসের আওতায় আসতে চান?***

ক্যাটিচ : এটা যদি হয় তাহলে তো খুবই ভালো। কিন্তু এমন সময় আমার খুব বেশি আসে না। কেরিয়ারের অধিকাংশ সময় আমার একই রকম কেটেছে। কেননা আমাদের দলে বিশেষ করে টপ অর্ডারের দিকে প্রচুর গ্রেট খেলোয়াড় আছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের পথটাকে একটু অজানা হিসেবে তৈরি করছি আমি। মাঝে মাঝে এটা আমাকে সাহায্য করে। কারণ, প্রতিপক্ষ আমাকে নিয়ে তেমন পরিকল্পনা করে না। সম্ভবত তারা ভাবে, খুব সহজেই আমাকে আউট করে দিতে পারবে।

মিলার : ***আপনার ব্যাটিং গড় ৪৫-এর কাছাকাছি। এই গড় তো বলে না যে বিষয়টা এরকম?***

ক্যাটিচ : আমি মাঝে মাঝে ভালো খেলি, তবে আমি জানি প্রতিনিয়ত আমি উন্নতি করছি। প্রতিদিনই ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। সেটা ভারতের বিরুদ্ধে হোক কিংবা অন্য কারো বিরুদ্ধে, ইংল্যান্ডে প্রথম দিনে উইকেটে বেশ সিম থাকে। একজন ব্যাটসম্যান হিসেবে আমি সব সময় চেষ্টা করি উইকেটে নিজেকে ধরে রাখার। তারপর ম্যাচের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করি। এতে করে যত টেস্টই অপেক্ষা করুক না কেন, আপনি আপনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবেন।

মিলার : ***হেইডেন, ল্যাঙ্গার এবং মার্টিনের মতো টপ-অর্ডার ব্যাটসম্যানরা দীর্ঘ সময় সাইড লাইনে কাটিয়েছে। আপনি তো তাদের চেয়ে ব্যতিক্রম নন।***

ক্যাটিচ : হ্যাঁ, সব টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানকেই দলে প্রবেশ এবং বের হতে হয়েছে। তাই আমি তাদের চেয়ে পৃথক সম্মানের কিছু আশা করি না। এবং আমি মনে করি, এটা আমায় সাহায্য করেছে। কারণ, দুই বছর আগে আমি যখন সুযোগ পেয়েছিলাম তখন নিজেকে যথেষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। আমার অভিষেকের পর দল থেকে বাদ পড়লে এক বছরের বেশি সময় আমি কাউন্টি ক্রিকেট খেলেছি। এই সময়টা আমাকে পরবর্তী কেরিয়ারের জন্য আরো ভালো খেলোয়াড় হিসেবে তৈরি করেছে।

মিলার : ***বর্তমান দিনগুলোতে আপনার গেম প্ল্যান কী?***

ক্যাটিচ : সব সময়ই আমার গেম প্ল্যান খুবই সাধারণ ছিল। আমার লক্ষ্য হচ্ছে, প্রাথমিকভাবে ক্রিজে টিকে থাকা এবং কিছু রান করা। আমি কখনোই আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করতাম না। গত বছর আমি কিছুটা আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম এবং শুরুতেই বোলারদের বেশি বেশি হিট করা শুরু করি। কিন্তু আমি এখনও চিন্তা করি, প্রথম এবং প্রধানত একটা ইনিংস গড়াই আমার পছন্দ। কাউন্টিতে খেলার সময়ে এটা খুব ভালোভাবে কাজ দিয়েছে। নিউ সাউথ ওয়েলসে যতদিন খেলেছি নিজের সেরা খেলাটা খেলতে পারিনি। কিন্তু হ্যাম্পশায়ার আমাকে ট্র্যাকে ফিরতে সাহায্য করেছে। সাউথ ওয়েলসে থাকতে রান পেয়েছি। ফিফ্‌টিও করেছি। কিন্তু স্ট্রেইট খেলতে পারিনি। অথচ এটা আমার বেশি পছন্দ। তারপর থেকে আমি বেশ সংযত এবং সচেতন।

মিলার : ***অস্ট্রেলিয়া আক্রমণাত্মক দল, সেই দলে খেলে আপনার রয়েছে আক্রমণ দুর্বলতা। আপনার কি মনে হয় না, এটা আপনাকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে?***

ক্যাটিচ : আমি এটা বুঝি না। এটা সম্ভব। কিন্তু আমি এখনও চিন্তা করি একটা মোটামুটি স্কোর গড়ার। দলের অন্যান্যদের মতো আক্রমণাত্মক হওয়ার কিছু দেখি না। এটা আমাকে মোটেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে না। আমি দলের জন্য সবসময় সেরা খেলাটা খেলার চেষ্টা করি। কারো কাছে যদি মনে হয় এ সময়ে এটা বেমানান তাহলে তা-ই। দর্শকদের বিনোদন দেয়ার জন্য এটা খুবই চমৎকার। কিন্তু আমি যখন খেলতে নামি তখন এটা খুব কমই করি। প্রথম এবং প্রধানত আমি সর্বদাই দলকে একটা ভালো অবস্থানে রাখার চেষ্টা করি।

মিলার : ***ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের কথা। নাগপুরে আপনি ৯৯ রান করে আউট হয়ে গেলেন। এটা নিয়ে কখনো ভেবেছেন?***

ক্যাটিচ : হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমি একই ধরনের বলে দশটি ভিন্ন ধরনের শট খেলেছি। বোলারের মাথার ওপর দিয়ে খেলতে গিয়ে উইকেট বিসর্জন দিয়েছি। আমি ঐ দিন প্রচুর পরিমাণ শট খেলেছি নিজের মতো করে। কিন্তু একটি ভুল শট যা আমাকে আউট করে দিল। এটা এখন ইতিহাস। সৌভাগ্যবশত আমি আমার প্রথম টেস্ট শতকটি তার দু'ম্যাচ পরেই পেয়েছি। আমি মনে করি, এসব বিষয় মাঝে মাঝে আমাকে

নাম : সাইমন ক্যাটিচ
পুরো নাম : সাইমন ম্যাথিউ ক্যাটিচ
জন্ম তারিখ : ২১ আগস্ট, ১৯৭৫
জন্মস্থান : মিডলসোয়ান,ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া
ব্যাটিং স্টাইল : বাঁহাতি ব্যাটসম্যান
বোলিং স্টাইল : স্লো লেফট আর্ম চায়নাম্যান

টেস্ট অভিষেক : ইংল্যান্ড, ২০০১
ওয়ানডে অভিষেক : জিম্বাবুয়ে, ২০০০-০১

টেস্ট

ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং

ম্যাচ	ইনিংস	নটআউট	রান	সর্বোচ্চস্কোর	গড়	স্ট্রাইকরেট	১০০	৫০	ক্যাচ
১৪	২৪	৩	৯৪০	১২৫	৪৪.৭৬	৫১.০৮	২	৬	৮

বোলিং

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	সেরাবোলিং	৫	১০	স্টাইকরেট	ইকোনমি
৯৭.৫	৯	৩৫৬	১১	৩২.৩৬	৬-৬৫	১	০	৫৩.৩	৩.৬৩

ওয়ানডে

ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং

ম্যাচ	ইনিংস	নটআউট	রান	সর্বোচ্চস্কোর	গড়	স্ট্রাইকরেট	১০০	৫০	ক্যাচ
১৫	১৩	২	২৭৮	৭৬	২৫.২৭	৭৭.৬৫	০	২	৬

আগ্রাসী না হলেও এরকম নান্দনিক সব শট আছে তার উইলো-তে

পরবর্তী সাফল্যের পথে ধাবিত করে।

মিলার : ***লেট মিডল অর্ডারে খেলার ফলে আপনি বেশি সময় পান না। এটা কি হতাশার?***

ক্যাটিচ : এটা সত্যি। আমি ক্রিজে খুব কম সময় পাই। কিন্তু আমার সর্বশেষে ওয়ানডে ম্যাচ দুটো বেশ তৃপ্ত হওয়ার মতো ছিল, এগুলো ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। একটা ইনিংস এলো একেবারে শেষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যটিতে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমি ওপেনিং করলাম। লর্ডসে বেশ ভালো অনুভব করছিলাম। কিন্তু বোকার মতো একটা শট খেলে আউট হয়ে গেলাম। এটা খুবই দুঃখজনক। কারণ কয়েক ঘন্টা ব্যাট এবং রান করার একটা যথার্থ সুযোগ ছিল আমার সামনে। কিন্তু এই সামান্য ঘটনা কোনো ব্যাপার নয়, যখন আমি টেস্ট খেলব। আমি এখনও আবার কোনো ইনিংস সূচনা করতে পারি। এখন আমি নেটে গেলে কিছু বল খেলে যে কোনো কিছু করতে পারি। এবং নিশ্চিতভাবে আমি বৃহস্পতিবারের (১ম টেস্ট) জন্য প্রস্তুত।

মিলার : ***ধারাবাহিক নেট সেশনের মধ্যে কি কোনো হতাশা খুঁজে পান?***

ক্যাটিচ : যখন আপনি খেলার মধ্যে থাকবেন না তখন সম্ভবত এটা সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়। কারণ, গাইড করার মতো ম্যাচ নেই আপনার। নেটে আপনি মনের মতো করে বল খেলতে পারেন। কিন্তু খেলার মাঝখানে চাপের মুখে আপনি কিভাবে ব্যাট করবেন, সে ধারণা আপনার নেই। সবাই নেট সেশনটিকে ম্যাচের মত গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি নিতে পারে। এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার।

মিলার : ***অবশেষে হ্যাম্পশায়ারে আপনি আপনাকে বের করে আনলেন, যা আপনাকে হারিয়ে যাওয়া থেকে ফিরিয়ে এনেছে।***

ক্যাটিচ : আমি খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ছ'মাস খেলেছি হ্যাম্পশায়ারে। আমি দশ ম্যাচ খেলে ৪৫০ রান করেছি। এতে আমি খুবই আনন্দিত। যে কারণে আমি কাউন্টিতে গিয়েছিলাম, তা সফল হয়েছে। আমাদের পুরো শক্তির দল থাকলে আমি ওয়ানডে ম্যাচ খেলার সুযোগ কম পেতাম। তাই কিছু ম্যাচ খেলার জন্যই আমি হ্যাম্পশায়ারে যাই। গত বছর ভারত সফরের পর আমি দেশে ৩টি এবং নিউজিল্যান্ডে ৩টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছি। সে সময় আমি খুব ভালো করতে পারিনি। যা হোক, সৌভাগ্যবশত আমি দল থেকে বাদ পড়ে যাইনি।

মিলার : ***আপনার অ্যাশেজ অভিজ্ঞতা তো টিমের অন্যান্যদের চেয়ে অনেক আলাদা...***

ক্যাটিচ : এক টেস্ট, এক হার! ২০০১-এর হেডিংলির এই টেস্ট সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, দলে ঘোষণা করা হয়েছিলো হয় জয় না হয় পরাজয়। আমরা হারলাম। এটা সম্ভব হয়েছিলো ইংল্যান্ডের চমৎকার এবং পরিশ্রমী প্রচেষ্টায়। কোনো প্রকার বৃষ্টি ছাড়াই ম্যাচটি শেষ হয়েছিলো। জয়ের জন্য আমাদের দারুণ সুযোগ ছিল। তবে, আমি শেষ ১২ মাসের পারফরমেন্সের ওপর বেশি গুরুত্ব দেব। আমরা দেশের বাইরে শ্রীলঙ্কা, ভারত ও নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছি এবং দেশে যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে খেলেছি। একটি মাত্র টেস্টকে ফোকাস করার কোনো সুযোগ নেই এখানে। কেননা, ৪ বছর অনেক দীর্ঘ সময়।

অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে ভালোই করেছেন ক্যাটিচ। ১ম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয়ে সর্বাধিক সময় ক্রিজে ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে দশম উইকেট হিসেবে আউট হয়েছেন। তার আগে করেছেন ৬৭ রান। তিনি তার কথা মতই খেলছেন...